তাবলীগ : ১৫

মসজিদ থেকে তাবলীগি জামাত তাড়িয়ে দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ

মাওলানা যায়দ মাযাহেরি

উসতাযুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

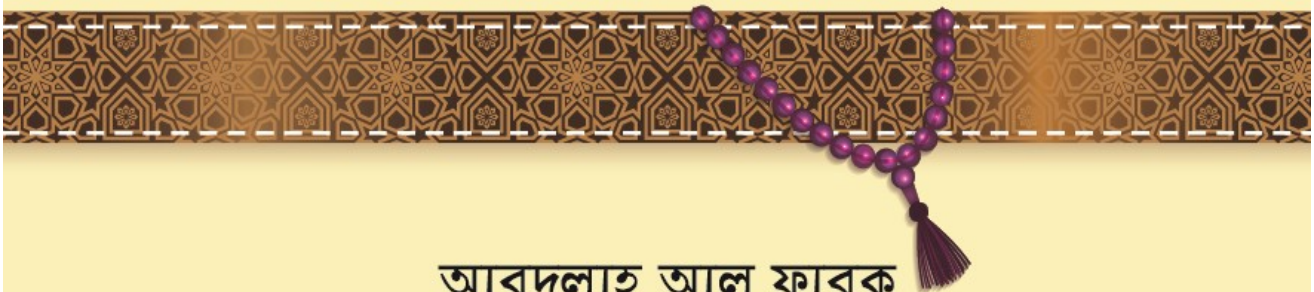

আবদুল্লাহ আল ফারুক

অনূদিত

তাবলীগ : ১৫

মসজিদ থেকে তাবলীগি জামাত তাড়িয়ে দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ

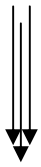

রচনা

মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফেকাহ,

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা , লাখনৌ, ভারত

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ২০১৮ ঈ.
যিলহজ ১৪৩৯ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং প্রগতি প্রিন্টিংপ্যালেস, কাঁঠালবাগান, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ।

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা,
ঢাকা
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ৪০ [চল্লিশ] টাকা মাত্র

MOSJID THEKE TABLIGI JAMAT
TARIE DEWA ISLAME NISHIDDHO!
Published by : MAKTABATUL ASAD, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 40.00 US $ 5.00 only.

অর্পণ

মাওলানা রবিউল হক সাহেব

শূরা ও ফয়সাল, কাকরাইল তাবলীগি মারকায, বাংলাদেশ

মহান আল্লাহ আপনাদের ত্যাগ ও কুরবানি কবুল করুন ।

লেখকপরিচিতি

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি সাহেব ভারতের ঐতিহাসিক দ্বীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌতে হাদিস ও ফেকাহর উসতায হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁকে ভারতের অন্যতম বিচক্ষণ, ভারসাম্যপূর্ণ মেজাযের অধিকারী ও উম্মাহর জন্যে ব্যথিত অন্তর লালনকারী, সাহিবে দিল বুযুর্গ মনে করা হয়। তিনি দীর্ঘ দিন হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ সিদ্দিক আহমদ বান্দাবি রহ. এর সংশ্রবে ছিলেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে আত্মশুদ্ধির মেহনত করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেছেন।

মাযাহিরে উলূম সাহারানপুরের শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস রহ. মুফতি সাহেবের জ্ঞানলব্ধ বইগুলো দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর রচনাবলির ওপর আস্থা জানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে হযরতের এই মূল্যায়ন মাওলানার শেকড়স্পর্শী অধ্যয়ন, বিস্তৃত ইলম ও পোক্ত প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করে।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. মুফতি যায়দ সাহেবের গবেষণালব্ধ রচনাবলি পড়ে আন্তরিক প্রীতি জানিয়েছেন।

শায়খুল ইসলাম মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি সাহেব তাঁর বিশ্ববিখ্যাত রচনা *গায়রে সূদি ব্যাংকারি* গ্রন্থে মুফতি যায়দ মাযাহেরি সাহেবের প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন চয়নিকা উদ্ধৃত করেছেন।

মুফতি যায়দ সাহেবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যখনই কোনো বিষয়ে কলম ধরেন তখন সেই লেখা অবশ্যই সমকালের আকাবির উলামা ও মাশায়েখের খেদমতে উপস্থাপন করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ ও সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত স্বীকার করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ সাদ কান্ধলভি সাহেব সম্পর্কে তিনি এ পর্যন্ত যতগুলো প্রবন্ধ-নিবন্ধ-পুস্তিকা ও বই রচনা করেছেন, সেগুলোর প্রতিটিকেই তিনি উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে দ্বীনের খেদমতে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সম্মতিতেই তিনি সেগুলোকে মুদ্রিত আকারে জনগণের সামনে উপস্থাপন করছেন।

মহান আল্লাহ তাঁর ইলম, আমল, হায়াত ও খেদমাতের মাঝে বরকত দান করুন। তাঁর কলমি খেদমতকে সমস্যাক্রান্ত উম্মাহর হিদায়াতের বাতিঘর বানিয়ে দিন। আমিন।

-আবদুল্লাহ আল ফারুক

بسم الله الرحمن الرحيم

তাবলীগ জামাতের চলমান পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট একটি প্রশ্ন ও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তার উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ফতোয়া জানতে চেয়ে প্রশ্ন

নিম্নলিখিত মাসআলায় উলামায়ে কেরাম ও মুফতিগণের অভিমত জানানোর আবেদন করছি। তা হলো, বর্তমান সময়ে তাবলীগ জামাতের অভ্যন্তরে ইমারত, শূরা ও অন্যান্য কিছু বিষয় কেন্দ্র করে যেই তুমুল মতানৈক্য চলছে, তা কারো অজ্ঞাত নয়। এই মতানৈক্যের কারণে দু' পক্ষের পাঠানো জামাতগুলোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ দু' জামাতই আল্লাহর মেহমান। তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। তাদের সামানপত্র বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি কোথাও কোথাও মারপিটের মতো অকল্পনীয় ঘটনাও ঘটছে। এহেন পরিপ্রেক্ষিতে জামাতগুলোর সঙ্গে এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে আপনাদের উলামায়ে কেরামের কাছে দুটি বিষয় জানতে চাচ্ছি—

১. যদি কোনো ব্যক্তি এ ধরনের আচরণ করে অর্থাৎ জামাতকে মসজিদ থেকে বের করে তাহলে ইসলামি শরিয়ত অনুসারে ওই লোকের জন্যে কী বিধান?

২. এ ধরনের জামাত গ্রহণ ও মসজিদে তাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও মুসুল্লিগণ কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে?

   তারা যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিছু নির্দেশনা জানিয়ে দেয়, যেমন, 'মসজিদ কর্তৃপক্ষ এ শর্ত জানিয়ে দেয় যে, জামাতগুলো মতভেদপূর্ণ ও বিতর্কিত কথাবার্তা পুরোপুরি এড়িয়ে চলবে। সঠিক মানহাজ অর্থাৎ ছয় নম্বরের সীমারেখার ভেতরে বয়ান করবে। কোনো জায়গায় যাওয়ার দাওয়াত দেবে না। এ কাজগুলো সরাসরি, বা আকারে-ইঙ্গিতে বলবে না। সর্বোপরি এমন কোনো ব্যক্তির কথা তুলবে না, যাকে নিয়ে সবার মাঝে ইখতিলাফ চলছে।' তাহলে মসজিদ কর্তৃপক্ষের এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি সমীচিন হবে?

কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমরা আপনার কাছে বিশদ উত্তর কামনা করছি।

بَيِّنُوْا وَتُوْجَرُوْا، جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ

আপনি আমাদেরকে বিষয়টি সবিস্তারে অবহিত করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে এই নেক কাজের উত্তম বিনিময় দান করুন। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান।

আবেদনক্রমে,

মসজিদের মুসুল্লিবৃন্দ

উত্তর

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ.

তাবলীগ জামাত নিঃসন্দেহে একটি খালিস দ্বীনি জামাত। এই জামাতের সদস্যগণ নিজেদের ইসলাহের জন্যে ও অন্য ভাইদের মাঝে দ্বীনদারি জাগ্রত করার জন্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে থাকেন। তারা একটি সুনির্ধারিত পদ্ধতির অধীনে মানুষজনকে বিভিন্ন সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে আসার দাওয়াত দিয়ে থাকেন। তারা নিজেদের ঈমান মজবুত করার জন্যে এবং নিজেদের জীবনের প্রতিটি শাখায় পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কার্যকর করার জন্যে ছয় সিফাত বা ছয় নম্বরের ওপর আমল করার মেহনত করে থাকেন। এটাই এ জামাতের মৌলিক উদ্দেশ্য। যা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. তাঁর মালফুযাত (অমীয় বাণী সংকলন) এর মাঝে বলেছেন।

উপরের বিষয়গুলো এমন যে, খোদ কুরআন কারিম সেগুলোর ওপর আমল করার নির্দেশ দিয়েছে। যারা এই কাজগুলো করে, কুরআন কারিমে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। সেমতে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ○

> ‘যে আল্লাহ্ তাআলার দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?’ [সূরা হা মিম সাজদাহ : ৩৩]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

> ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ [সূরা বাকারা : ২০৮]

আলহামদুলিল্লাহ! তাবলীগের সকল সাথীভাই উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যেই মেহনত করে থাকেন। ইনশাআল্লাহ, আগামীতেও তারা এ উদ্দেশ্যেই মেহনত করে যাবেন।.. দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এ জামাতের কিছু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও দায়িত্বশীলের মাঝে অনেকগুলো বিষয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে। যার ফলে পুরো জামাত এখন দু’ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এখন এতোটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, যদিও আমাদের বড়গণ এমন ছিলেন না এবং তারা কোথাও এ নির্দেশ দেননি; কিন্তু বড়দের অনুগত কিছু ছোট মানুষ ও তাদের সমমানসিকতার কিছু আবেগী লোক আবেগের উন্মাদনায় মত্ত হয়ে সীমারেখা লঙ্ঘন করে ফেলছে। যার কারণে এমন এমন দুর্ঘটনা ঘটছে, যার কথা আবেদনকারী তার আবেদনে উল্লেখ করেছে। ফলে একজনের হাতে অন্যজন কষ্ট পাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে, এ জামাতেরই অন্য কোনো সাথী যদি নিজেদের সমমানসিকতার না হয় বা কোনো বিষয়ে একমত না হয় তাহলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছে। এমনকি মারধর ও মসজিদ থেকে সামান বের করে দেওয়ার মতো কাণ্ড-কারখানাও ঘটছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার কথা শোনা যাচ্ছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

যদি কোনো তাবলীগ জামাত দ্বীনি উদ্দেশ্য নিয়েই বিগত দিনের মতো কোনো মসজিদে উঠতে চায় তখন স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম এ প্রশ্ন ওঠে আসছে যে, এ জামাত কি আমাদের মানসিকতার, না ভিন্ন মানসিকতার? যদি একই মানসিকতার না হয় তাহলে তাদেরকে তারা মসজিদে উঠতে দেয় না, দ্বীনি কথা বলতে দেয় না, গাশত ও তাশকিল করার অনুমতিও দেয় না। এভাবে

দ্বীনি মেহনতকারীদের পরস্পরেই এখন বিভেদ ও দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পরস্পরের প্রতি জিদ্দি মানসিকতা ও সংঘাতমূলক মনোভাবের কারণে ফেতনার আগুন ক্রমশ দাউ দাউ করে জ্বলছে। যার ফলে দ্বীন, ইসলাম, তাবলীগি মেহনত ও উম্মাহ— সবার সবধরনের ক্ষতি হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সবধরনের অনিষ্টতা ও ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখুন।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় হলো— আমরা সবাই দ্বীন ও শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করব। আমাদেরকে এ কথা ভাবতে হবে যে, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার ভিন্নতা আপন স্থানে; কিন্তু আমরা তো একে অপরের ভাই। বুনিয়াদি উদ্দেশ্য আমাদের সবার এক ও অভিন্ন। দ্বীনি উদ্দেশ্য পূরণ করতে আমরা সবাই বদ্ধপরিকর। পৃথিবীর সকল মসজিদ আল্লাহর। এ মসজিদে শুধু আল্লাহ তাআলারই ইবাদত পালিত হয়ে থাকে। যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ করেছেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।' [সূরা হুজুরাত : ১০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ○

'মসজিদসমূহ আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে ডেকো না।' [সূরা জিন : ১৮]

সূরা হা-মিম সাজদার মাঝে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ○

'যে আল্লাহ্ তাআলার দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?' [সূরা হা মিম সাজদাহ : ৩৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর যেসকল বান্দার প্রশংসা করেছেন, আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা নিজেরাও তাঁদের সম্মান করব। তাঁদের সঙ্গে অবশ্যই আমাদেরকে সম্মানজনক, শ্রদ্ধামূলক, সম্প্রীতিময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে। এমন ভাইদেরকে মসজিদে উঠতে না দেওয়া, মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করা, সামানপত্র বাইরে ছুড়ে ফেলা, পরস্পরের মাঝে বিভাজনের দেয়াল তৈরি করা— এগুলো তো কাফের, মুনাফিক ও ইসলামের শত্রুদের কাজ। কুরআন কারিমে মুমিনদের পরস্পরে বিভেদ তৈরি করা, আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা, আল্লাহর পথে যেতে বাঁধা দেওয়া, মসজিদে অবস্থান করতে না দেওয়াকে কাফির-মুনাফিকদের কাজ বলা হয়েছে। সেমতে সূরা তাওবার মাঝে ইরশাদ হয়েছে—

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

'আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ওই লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।' [সূরা তাওবা : ১০৭]

সূরা হজে আল্লাহ ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

'যারা কুফর করে ও আল্লাহ্ তাআলার পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়।' [সূরা হজ : ২৫]

আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার এক আয়াতে বলেন—

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ○

'বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহ্ তাআলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া আল্লাহ্ তাআলার নিকট তার চেয়েও বড় পাপ।' [সূরা বাকারা : ২১৭]

সূরা বাকারার অন্য আয়াতে বলেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا.

'যে ব্যাক্তি আল্লাহ্ তাআলার মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় জালেম আর কে?' [সূরা বাকারা : ১১৪]

চিন্তার বিষয় হলো— ক্রোধ, উন্মাদনা ও আবেগে উন্মত্ত হয়ে, নিজের নফস ও শয়তানের কাছে পরাজিত হয়ে আমরা যদি মসজিদের ইমাম বা কোনো আলেমে দ্বীন বা কোনো দ্বীনি তাবলীগি জামাতের কোনো সদস্যের সঙ্গে অবমাননাকর আচরণ করতে শুরু করি বা তাদেরকে মসজিদে আশ্রয় দেওয়ার পরিবর্তে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করি তাহলে আমাদের এ কাজ অবশ্যই খোদ আমাদের মেহনতের বুনিয়াদি উসুল ও মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে। কেননা তাবলীগের ছয় সিফাত বা ছয় নম্বরের মধ্য হতে একটি বুনিয়াদি উসুল হলো, ইকরামুল মুসলিমিন। এই উসুলের আলোকেই আমরা দুনিয়াবাসীকে সেই শিক্ষা দিই, যে শিক্ষার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। তিনি পৃথিবীকে এ বার্তা দিয়েছেন—

ليس من أمتي من لم يبجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف عالمنا. (الترغيب عن أحمد، فضائل تبليغ، فصل سادس، صـ : ٦٢٥)

'ওই লোক আমার উম্মতে অন্তর্ভুক্ত নয় যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও আমাদের আলেমদের মর্যাদা বোঝে না। [ফাযায়েলে তাবলীগ, সপ্তম অধ্যায়, পৃষ্ঠা : ৬২৫। মুসনাদে আহমদের উদ্ধৃতিতে আত তারগীব]

অপর হাদিসে এ রকম এসেছে—

من لم يرحم صغيرنا، ولم يؤقر كبيرنا، ولم يبجل علمائنا فليس منا. (ملفوظات حضرت مولانا محمد الياس صاحب، صـ : ١١٢)

'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের ওপর স্নেহ করবে না, আমাদের বড়দেরকে সম্মান করবে না, উলামায়ে কেরামকে শ্রদ্ধা করবে না, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। [হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর মালফুযাত : ১১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি বয়স্ক লোকদের সম্মান করে, তাদেরকে শান্তি দেয় সে যখন বয়স্ক হবে তখন আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের সৃষ্টি করবেন, যারা তাকে সম্মান করবে ও তার শান্তি ও স্বস্তির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। এর বিপরীতে যে বয়স্ক লোকদের অসম্মান ও অবমাননা করে ও তাদের কষ্ট দেয়, সে যখন বুড়ো হবে তখন তিনি এমন কিছু লোক সৃষ্টি করবেন, যারা তার অসম্মান ও অবমাননা করবে ও তাকে কষ্ট দেবে। [তিরমিযি শরিফ]

এখন লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, যারা তাবলীগ জামাতে বের হয়েছে, তারা হয়তো আমাদের চেয়ে বড় ও বয়স্ক, বা আমাদের চেয়ে ছোট ও তরুণ। যদি তাদের কেউ আমাদের চেয়ে বয়সে বড় হয়ে থাকেন তাহলে তিনি আমাদের সম্মান, শ্রদ্ধা ও সেবার হকদার। আর যদি বয়সে ছোট হয়ে থাকে তাহলে সে আমাদের স্নেহ ও সম্প্রীতির হকদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন। এটাই আমাদের তাবলীগ জামাতের অন্যতম বুনিয়াদি উসুল। আমরা কেন সেই উসুল ভুলে যাব! আল্লাহ তাআলা মুমিন-মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বলেছেন— 'আমরা সবাই এক শরীর। আমরা সবাই শীসাঢালা প্রাচীরের মতো, পরস্পরে ভাই-ভাই। শত্রুদের মুকাবিলায় আমরা ইস্পাতকঠিন দৃঢ় হলেও পরস্পরে আমরা সহানুভূতিশীল ও সমব্যাথী।' আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা একে অপরকে কল্যাণকর কাজের আদেশ করব ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখব। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে আমাদের সেই বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরে ইরশাদ করেন—

كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ

'যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।' [সূরা সোফ : ৪]

সূরা হুজুরাতের মাঝে বলেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।' [সূরা হুজুরাত : ১০]

সূরা ফাতহের এক আয়াতে ইরশাদ করেন—

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ.

'মুহাম্মদ আল্লাহ্ তাআলার রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।' [সূরা ফাতহ : ২৯]

সূরা তাওবার মাঝে এসেছে—

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ ○

'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয়, মন্দ থেকে বিরত রাখে ও নামায কায়েম করে।' [সূরা তাওবা : ৭১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে ইরশাদ করেন—

لاَ تَسُبُّوْا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلٰوةِ.

'তোমরা মোরগকে গাল-মন্দ কোরো না, কেননা সে প্রত্যুষে নামাযের জন্যে জাগিয়ে দেয়।' [আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদিস : ৫১১০, পৃষ্ঠা : ৬৯৮, খণ্ড : ২]

একবার এক সাহাবিকে বুরগূস নামের পাখাবিহীন এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট দংশন করে। তখন লোকটি সেই কীটকে গালমন্দ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ওই সাহাবিকে বলেন, 'এই ক্ষুদ্র কীটকে বকাঝকা কোরো না। কেননা এই কীট এক নবিকে নামাযের জন্যে জাগিয়ে ছিল।' হাদিসে এসেছে—

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل قرصته برغوثة فسبّها : لا تسبّها فإنها أيقضت نبيا من الأنبياء للصلوة. (جمع الفوائد، كتاب الأدب، حديث : ٦٦٥٤، صـ : ٢٦٦، مجمع الزوائد، صـ ٧٧، جـ ٨)

এক হাদিসে এসেছে, একদা সাইয়্যেদুনা আলি রাদি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন সেবক প্রদানের আবেদন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দু' জন গোলামের মধ্য হতে এমন গোলামকে অগ্রাধিকার দিয়ে উপহার দেন, যে নামাযি ছিল।

এ সময় তিনি হযরত আলি রাদি.কে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'তাকে মারবে না। কেননা আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি।' [মুসনাদে আহমদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা : ৪৩৩, খণ্ড : ৪]

মুনতাখাব আহাদিস গ্রন্থের নামাযের অধ্যায়ে ৯ নম্বর হাদিসে এ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।

তাবলীগ জামাতের এই ভ্রাম্যমাণ জামাতগুলো আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মেহনত আঞ্জাম দিচ্ছে। এঁরা নিজেরা যেমন পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে নামায আদায় করে, তদ্রূপ অন্যদেরকেও গুরুত্বের সঙ্গে নামাযের দিকে ডাকে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুসারে এ জামাতগুলো আমাদের প্রত্যেকের কাছে সম্মান ও মর্যাদার হকদার। কাজেই তাঁদের সঙ্গে অবমাননাকর আচরণ করার অর্থ দাঁড়ায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করা। কাজেই তাবলীগের সকল সাথীর কাছে বিনীত অনুরোধ হলো, তারা তাবলীগ জামাতের পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে যে ঘরানার ও যে দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হোক না কেন, অবশ্যই পরস্পরে মিলিত হয়ে মেহনত করতে হবে। কে ইমারতপন্থী, আর কে শূরাপন্থী, সেদিকে না তাকিয়ে ভাবতে হবে যে, তাঁরা তো সবাই আল্লাহর মেহমান। তাঁরা যেমন আল্লাহর মেহমান, তেমনি তাঁরা আমাদেরও মেহমান। তাঁদের সেবা করতে পারা আমাদের জন্যে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কাজেই আমরা অবশ্যই জামাতে আগত প্রত্যেক সাথীকে আমাদের মহল্লার মসজিদে অবস্থান করার সুযোগ দেব এবং তাঁদের জন্যে মেহনতের পরিবেশ তৈরি করে দেব। আমরা একে অন্যের সহযোগিতা করব। বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত এড়ানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করব। কোনো অস্থিতিশীল কাজে মদদ দেব না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা নির্দেশ করেছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

> 'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।' [সূরা তাওবা : ২]

স্থানীয় যেসব ভাই তাবলীগের মেহনতে সম্পৃক্ত আছেন এবং নুসরত করেন, তাদের দায়িত্ব হলো, তারা বর্তমানের যাবতীয় আদর্শিক ও মানহাজি মতবিরোধ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানিয়ে দেওয়া সেই অধিকারগুলোর কথা ভুলবেন না, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের অধিকার হিসেবে বারবার বলেছেন এবং তা পূরণ করার জোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, সাক্ষাত হলে সালাম করবেন। দেখা হলে হাসিমুখে সাক্ষাত করবেন। কেননা হাসিমুখে সাক্ষাত করাও নেক কাজ। হাঁচি এলে জবাব দেবেন। অসুস্থ হলে দেখতে যাবেন। মারা গেলে জানাযায় শরিক হবে। [মিশকাত শরিফ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত এই অধিকারগুলো আমরা অবশ্যই একজন অপরজনের ক্ষেত্রে পূরণ করব। এটাই নবিজির নির্দেশ। কাজেই যাবতীয় মতবিরোধ সত্ত্বেও স্থানীয় সাথীগণ অবশ্যই পরস্পরের ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলো পূরণ করতে দ্বিধা করব না। আপনার মন আগ্রহী হোক, বা না হোক, আপনাকে অবশ্যই এ কাজগুলো শরিয়তের নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মনে করে পালন করতে হবে। অন্যরা করুক, বা না করুক, আমরা অবশ্যই পালন করব।

বাকি রইল মসজিদে তাবলীগের মেহনত ও কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়, যেগুলো আমাদের পারস্পরিক মতবিরোধের কারণ হতে পারে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা পূর্ণ প্রজ্ঞার সঙ্গে, পরস্পরে শলা-পরামর্শ করে যিম্মাদার সাথীগণ যেই সমাধান প্রস্তাব করবেন, তার ওপর সবাই গুরুত্বের সঙ্গে আমল করব। এমন একটি সামাধান ফতোয়ার আবেদনেও উঠে এসেছে। যেমন,

> 'মসজিদ কর্তৃপক্ষ এ শর্ত জানিয়ে দেবে যে, জামাতগুলো মতভেদপূর্ণ ও বিতর্কিত কথাবার্তা পুরোপুরি এড়িয়ে চলবে। সঠিক মানহাজ অর্থাৎ ছয় নম্বরের সীমারেখার ভেতরে

বয়ান করবে। কোনো জায়গায় যাওয়ার দাওয়াত দেবে না। এ কাজগুলো সরাসরি, বা আকারে-ইঙ্গিতে বলবে না। সর্বোপরি এমন কোনো ব্যক্তির কথা তুলবে না, যাকে নিয়ে সবার মাঝে ইখতিলাফ চলছে।'

এ ধরনের পদক্ষেপ অবশ্যই যৌক্তিক। তাবলীগের সকল সাথী এই পদক্ষেপ অনুসরণ করবে। দ্বীনের সব ধরনের মেহনতকারীদের জন্যে মসজিদের দুয়ার খোলা রাখবে। কেননা, ব্যক্তিস্বার্থ বা দুনিয়াবি স্বার্থ কিংবা জিদের বশবর্তী হয়ে কাউকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা আমাদের ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত অনুসারে কবিরা গুনাহ। অর্থাৎ, এটি এমন গুনাহ যা হজ ও উমরা দিয়েও মাফ হবে না, যতক্ষণ না খাঁটি মনে তাওবা করবে। কিতাবে এসেছে—

إذا غضب على شخص يمنعه من دخول المسجد خصوصاً بسبب أمر دنيوي، وهذا كله جهل عظيم، ولا يبعد أن يكون كبيرةً.

'কেউ যদি কোনো ব্যক্তির ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে তাকে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করে, বিশেষত ক্ষোভটি যদি কোনো পার্থিব কারণে হয়, তাহলে তা অনেক বড় অজ্ঞতা বিবেচিত হবে। এ ধরনের পদক্ষেপ কবিরা গুনাহ বৈ কী।' [আল বাহরুর রায়েক, পৃষ্ঠা : ৬০, খণ্ড : ২]

জুমুআর নামায সহিহ হওয়ার জন্যে ফুকাহায়ে কেরাম 'ইয্নে আম' বা 'সর্বসাধারণের জন্যে প্রবেশের অবারিত অধিকার' শর্তারোপ করেছেন। যদি কিছু লোকের জন্যে মসজিদে আসা নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে এমতবস্থায় ফুকাহায়ে কেরামের স্পষ্ট বক্তব্যানুসারে সেখানে কারো জুমুআর নামায সহিহ হবে না। কেননা 'ইয্নে আম' জুমুআ সহিহ হওয়ার অন্যতম আবশ্যক শর্ত। কাজেই এ ধরনের পরিবেশ কখনই হতে দেওয়া যাবে না। ফতোয়ায়ে শামির মাঝে এসেছে—

وفي الدّرّ المختار والسّابع الإذنُ الْعَامُ، لوْ أغلق جَمَاعَة بَاب الْجَامِعِ وصَلّوا فِيه الجمعةَ لاَ يَجُوْزُ. (در مختار شامي، صـ٦٠١، جـ١)

'সপ্তম শর্ত হলো, ইযনে আম। যদি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্যে জামে মসজিদের দুয়ার বন্ধ থাকে আর অন্যরা সেখানে জুমুআর নামায পড়ে তাহলে তা জায়েয হবে না।' [ফতোয়ায়ে শামি, পৃষ্ঠা : ৬০১, খণ্ড : ১]

মেহনত পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য দ্বীনি ও শারঈ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উলামা ও মুফতিগণের কাছ থেকেই পথনির্দেশনা জেনে নেবেন। কেননা দ্বীনের ক্ষেত্রে আলেমরাই আমাদের রাহবার বা পথপ্রদর্শক। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, তাঁদেরকে প্রাপ্য সম্মান জানানো ও তাঁদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে করে আমল করার নির্দেশ খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনিই এ উম্মতকে উলামায়ে কেরামের সঙ্গে যুক্ত থাকার জোর নির্দেশ দিয়েছেন। এর বিপরীতে আলেমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে, সম্পর্কচ্ছেদ করে জীবন যাপন করা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিষ্কার নির্দেশ ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর জোর নির্দেশনার সুস্পষ্ট পরিপন্থী। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অনড়-অবিচল ও দৃঢ় থাকার তাওফিক দিন।

বইয়ের কথাগুলো আপনারা সবাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়বেন ও তাবলীগের অন্য সাথী ভাইদেরকে শোনাবেন। কথাগুলো আপনার আশপাশের সবগুলো মসজিদে পৌঁছানোর পূর্ণ চেষ্টা করবেন।

মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি
উসতাযুল হাদিস ওয়াল ফিকহ
দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ
৫ জুমাদাল উলা ১৪৩৯ হিজরি

তাবলীগ সিরিজের ১৫ টি বই
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে ।

১. নিযামুদ্দিন মারকায ও নেপথ্যের কিছু সত্য
রচনা— চৌধুরি আমানত উল্লাহ

২ মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে কিছু নিবেদন [হাতুড়া বান্ধার ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ানের শারঈ নিরীক্ষণ]
রচনা— মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি হাফিযাহুল্লাহ

৩. মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে একটি খোলা চিঠি
[সিতাপুর ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ানের শারঈ নিরীক্ষণ]
রচনা— মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি হাফিযাহুল্লাহ

৪. মাওলানা সাদ সাহেবের একটি বিতর্কিত তাফসির
রচনা— মাওলানা হাবিবুর রহমান আযমি হাফিযাহুল্লাহ

৫. মাওলানা সাদ সাহেবের কিছু ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থান
দারুল উলুম দেওবন্দের ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত

৬. সাদ সাহেবের আরেকটি রুজু ও অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান
রচনা— মুফতি খাদির মাহমুদ কাসেমি

৭. সাদ সাহেবের বিচ্যুতি নিরসনে দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্যোগ
কিছু ইতিহাস.. কিছু বেদনা...
রচনা— মুফতি খাদির মাহমুদ কাসেমি

৮. তাবলীগের চলমান সংকট নিরসনে আকাবির উলামা ও মুরুব্বিদের দিকনির্দেশনা
রচনা - ডক্টর আফতাব আলম

৯. মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে আলেমদের দ্বিমত কেন?
রচনা— বেফাকু উলামায়িল হিন্দ

১০. মাওলানা যুবায়রুল হাসান কান্ধলভি রহ. : অব্যক্ত বেদনার বিস্মৃত ইতিহাস
রচনা— মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরি

১১. আওরঙ্গাবাদ ইজতিমায় সাদ সাহেবের নতুন বিভ্রান্তিকর বয়ান
রচনা— মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

১২. মাওলানা সালমান সাহেবের নামে প্রচারিত জবাবগুলো কি আসলেই সঠিক?
রচনা— মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

১৩. সাইয়্যেদুনা ইউসুফ ﷺ সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের আপত্তিকর বয়ান ও তার পক্ষে উপস্থাপিত দলিলাদির বিশ্লেষণ
রচনা— মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

১৪. হযরত মুসা ﷺ সম্পর্কে মাওলানা সাদ সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ান ও তার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণাদির নিরীক্ষণ

রচনা— মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

১৫. মসজিদ থেকে তাবলীগি জামাত তাড়িয়ে দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ

রচনা— মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি নদভি

।। স মা প্ত ।।

আবদুল্লাহ আল ফারুক
লেখক। অনুবাদক। মুহাদ্দিস। সম্পাদক

জন্ম : ২৩ নভেম্বর ১৯৮৩ ঈ.। খিলগাঁও, ঢাকা

দাওরায়ে হাদীস, আদব ও ইফতা : দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত [২০০৩-০৫]

লেখেন কবিতা, অনুবাদ ও কলাম। বই, স্মারক, দেয়ালিকা ও সাময়িকী সম্পাদনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মুহাদ্দিস হিসেবে জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা ও দারুল উলূম রামপুরায় কর্মরত ছিলেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর পাঠদান করেছেন বাসাবোর আবু যর গিফারি কমপ্লেক্সে।

ছাত্রজীবনেই লেখালেখির সূচনা। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে জামিয়া মাদানিয়া বারিধারার স্মারকে। আলোকিত বাংলাদেশ, প্রিয়.কম, বাংলাট্রিবিউন, পরিবর্তন.কম, কিশোরস্বপ ও রহমত-সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, মাসিক পত্রিকা ও স্মরণিকায় প্রবন্ধ, কবিতা ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও নিউজ পোর্টালে শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আরবি ও উরদু থেকে অনুবাদ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তার অনূদিত শিশুতোষ বইগুলোও বেশ জনপ্রিয়।

সাইয়্যেদ মানাযির আহসান গিলানী, শায়খ হিফযুর রহমান সিওহারভী, মাওলানা ইদরিস কান্ধলভী, মুহাদ্দিস আবদুর রশীদ নুমানী, শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, মুফতী তাকী উসমানী, শায়খ যুলফিকার নকশবন্দী-সহ বরেণ্যদের বেশ কিছু বইয়ের সার্থক অনুবাদ করেছেন। আরবি থেকে অনূদিত বইয়ের সম্ভারও বেশ ঋদ্ধ। ইমাম গাযালী, আয়েয আল কারনী, আবদুত তাওয়াব ইউসুফ, সামাহ কামেল, সামীর হালাবী, আহমদ তাম্মাম, সালামাহ মুহাম্মদ-সহ আরববিশ্বের বেশ ক'জন খ্যাতিমান লেখকের বই অনুবাদ করেছেন। মাওলানা সাদ সাহেবকে কেন্দ্র করে তাবলীগের চলমান সংকটের ওপর ইতোমধ্যে তিনি ১১টি বই অনুবাদ করেছেন। যা পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত।

তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তেহাত্তর (৭৩)। এ তালিকায় রয়েছে,

* ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
* স্মৃতির দর্পণে দারুল উলূম দেওবন্দ
* আকাবিরে দেওবন্দ : আদর্শ ও চেতনা
* আসল সালাফী ও আজকের সালাফী
* ডিজিটাল ছবি ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া সম্পর্কে ইসলামের বিধান
* ছাত্রদের উদ্দেশে ইমাম গাযালী রহ.-এর খোলা চিঠি
* খুতুবাতে যুলফিকার [৮, ৯, ১০, ২১, ২২, ২৩ ও ৩০ তম খণ্ড] ও খুতুবাতে মানসুরপুরি
* আমি জুনাইদ জামশেদ বলছি
* ইতিহাসের মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর শহীদ টিপু সুলতান
* প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চার নেপথ্যে
* বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড
* হযরত থানভি রহ. : জীবন ও কর্ম
* মাওলানা ইয়াহইয়া কান্ধলভি রহ. : জীবন ও কর্ম
* মানাযির আহসান গিলানি রহ. : জীবন ও কর্ম
* মাজালিসে যাকারিয়া
* দ্বীনি দাওয়াত : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
* হাদিস সংকলনের ইতিহাস
* আল আসমাউল হুসনা
* সীরাতের ছায়াতলে
* মনীষীদের স্মৃতিকথা
* ওয়াহাবি আন্দোলন ও উলামায়ে দেওবন্দের মূল্যায়ন
* নারী তুমি ভাগ্যবতী
* এগারো বছরের নির্মম বন্দিজীবন
* পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র ও ইসলাম
* সনাতন হিন্দুধর্ম ও ইসলাম

মহান আল্লাহ তাঁর জীবন, জ্ঞান ও কর্মে বরকত দিন।